মনীষী চরিত

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ সর্বদা হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকবেন। সমাজকে কুসংস্কার ও কুহেলিকা মুক্ত করে সঠিক ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাবেন আপোষহীন সংগ্রাম। সংখ্যায় তাঁরা অল্প হবেন। তাঁদের লেখনী ও বক্তব্য বাতিলের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানবে। ফলে সমাজে তাঁরা উপেক্ষিত হবেন। সরকারের কোপানলে পতিত হয়ে দেশ ত্যাগের মত বেদনাবিধুর সিদ্ধান্ত নিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না। মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী ছিলেন তাঁদেরই একজন। যাঁর নাম উচ্চারণে বিশেষভাবে পীর-ফকীরদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠত। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিধৃত হ'ল।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা জীবনঃ

মাওলানা বর্ধমানী ১৯২১ সালের কোন এক শুভ ক্ষণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলার মঙ্গলকোট থানাধীন শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরের গণ্ডি তিনি নিজ যেলাতেই অতিবাহিত করেন। ছাত্র জীবনে তিনি মঙ্গলকোট সিনিয়র মাদরাসা, কুলসোনা মাদরাসা ও বেলডাঙ্গা মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে অনিয়মিতভাবে আলিম পাশ করেন।[১]

কর্মজীবনঃ

শিক্ষকতার মাধ্যমেই মাওলানা বর্ধমানীর কর্মজীবনের সূচনা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের পালিশগ্রাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে অন্যূন তিন বছর শিক্ষকতা করেন।[২] আল্লাহপাক তাঁকে এক সঙ্গে দু'টি প্রতিভা দান করেছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সুলেখক তেমনি ছিলেন খ্যাতিমান বক্তা। তাঁর লেখা প্রথম বই **'সত্যের আলো'** প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ষড়যন্ত্র করা হয় তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার। অতঃপর সাথীদের পরামর্শে ১৯৬৪ সালের কোন এক সময়ে তিনি সপরিবারে চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং দিনাজপুর শহরের পাটুয়াপাড়া মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি জীবদ্দশায় ২২টি গ্রন্থ প্রণয়ন করে বাতিলের বিরুদ্ধে কলমী জিহাদ চালিয়ে যান।[৩] তিনি প্রথম জীবনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত **'মাসিক তাওহীদ'** ও দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত **'মাসিক আল-মুজাহিদ'** পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতার **'সাপ্তাহিক পয়গাম'** ও **'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী'**র সাথে প্রায় এক যুগেরও অধিককাল সম্পৃক্ত ছিলেন।[৪] অতঃপর ১৯৮৬ সালে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৭ সালে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। একই সাথে তিনি ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি বাংলাদেশে চলে আসার পর তাঁর সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'তাওহীদ'-এর হাল ধরেন মাওলানা আইনুল বারী। অবশ্য পরে পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করে 'আহলে হাদীস' রাখা হয়। তিনি যখন 'সাপ্তাহিক আরাফাতে' যোগদান করেন তখন 'আরাফাত' ৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'ত। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 'আরাফাত'কে ৮ পৃষ্ঠায় উন্নীত করেন।[৫]

লেখক বর্ধমানীঃ

প্রতিভাধর মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর ছোটবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখা শুরু করেন ষাট-এর দশকে। ১৯৫২ সালে খায়রুল আনাম খাঁ-এর 'আজাদ' পত্রিকায় তিনি প্রথম প্রবন্ধ লিখেন। ১৩৬৪ সালে তাঁর লেখা প্রথম বই **'সত্যের আলো'**-এর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আদালতে। মামলা চলল পুরো চার বছর। অবশেষে বাজেয়াপ্ত করা হ'ল বইটি।[৬] কিন্তু বর্ধমানী থেমে থাকেননি। অবিরাম লিখেই চললেন। পরবর্তী বই লিখলেন 'মুসলিম জীবনাদর্শ'। এইভাবে তিনি জীবদ্দশায় মোট ২২টি বই লিখেন। তন্মধ্যে ৫টি ভারতে থাকাবস্থায় এবং বাকীগুলি বাংলাদেশে। তাঁর শেষ জীবনে লেখা বই হ'ল 'একশত দোয়া'।[৭]

তাঁর লেখা **'সত্যের আলো'** ও **'উল্টা বুঝিল রাম'** উভয় বঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সত্যের আলো বইয়ের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানদের মৃতপ্রায় ঈমানী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখনীতে স্তম্ভিত হয়েছিল তৎকালীন ভারত সরকার। তাঁর শাণিত কলম

---

১. *তথ্যঃ (ক) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (৫৮), নাড়াবাড়ী, দিনাজপুর, তাং ২৩.০৩.০১ইং; (খ) মরহুমের ৩য় জামাতা মাওলানা আব্দুল গাফফার (৫২) লালপুর, নাটোর।*

২. *তথ্যঃ মাওলানা আব্দুল গাফফার, লালপুর, নাটোর।*

৩. দৈনিক আজকের প্রতিভা, দিনাজপুর, ২৩শে মার্চ ২০০১ শুক্রবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩১০ পৃঃ ১,৪।

৪. *আবু তাহের বর্দ্ধমানী, কাট হুজ্জতির জওয়াব (লালগোলা, মুর্শিদাবাদঃ তাওহীদ প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০০) পৃঃ ৫।*

৫. ঐ, সাক্ষাৎকার, মাসিক দারুস সালাম, ১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগষ্ট '৯৯ পৃঃ ১৭, ১৯।

৬. *ঐ, পৃঃ ১৬।*

৭. *দৈনিক আজকের প্রতিভা ২৩শে মার্চ ২০০১ পৃঃ ১।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম বিবেককে জাগ্রত করেছিল এইভাবে 'হে মুছলিম! তুমি যে সিংহ শাবক, তুমি যে বীরের বাচ্চা। তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন? কতদিন তুমি অন্য জাতির বলির পাঠা হয়ে থাকবে? হে মুছলিম, উঠ, জাগো। জলদগম্ভীর স্বরে তুমি হেঁকে বল- আমি মুছলিম। আমি আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু দিতে পারি।... তুমি স্মরণ কর সেই আল্লামা শহীদ ইছমাইলের কথা- যিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বালাকোটের রণ-প্রাঙ্গণে নিজের তপ্ত কলিজার রাঙা খুন ঢেলে দিয়ে ত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গেছেন, স্মরণ কর তুমি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী সৈয়দ আহমদ ছারহিন্দীর কথা, স্মরণ কর তুমি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর কথা, মখদুম আব্দুল্লাহ গজনবী ও মখদুম আবদুল্লাহ গুজরাটির কথা; যাঁরা দীনের জন্য, সত্যের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন'।[৮]

তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু রাজশক্তিকে হুঁশিয়ার করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মুছলমান। আমাদের মাথা আল্লাহ ছাড়া কাহারো দরবারে নত হয় না। আমরা সেই অদ্বিতীয় আহাদের দাসত্ব করি। কোন বিগ্রহের কাছে, কোন প্রতিমার কাছে, মৃত বা জীবিত কোন মানুষের কাছে, কোন রাজশক্তির কাছে আমাদের মাথা নত হয় না। আমরা টাকার গোলাম নই; আমরা রুটির গোলাম নই। চাকরীর প্রলোভনে, সুন্দরী নারীর মোহমায়ায়, গদীর লোভে আমরা নিজের ইমানকে বরবাদ করতে জানিনা।... যদিও আজ আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তবুও এ কথা বলবো-

তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল
আজকে বিফল হলে হতে পারে কাল।...

আমরা ভারতীয় মুছলমান। কত ঝড় যে আমাদের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেল তার ইয়ত্তা নাই। স্বামীহারা রমণীর আর্ত্তরব, পুত্রহারা জননীর বুকফাটা ক্রন্দন, শত শত রমনীর বেইজ্জতী, বাস্তুহারাদের করুণ দৃশ্য আমাদেরকে অকাতরে সহ্য করতে হয়েছে। শত শত মছজীদের গগনচুম্বী মিনারকে বর্বরদের দুর্মদ হস্ত চুরমার করে দিয়েছে। কত মছজিদ থিয়েটারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তবুও ভারত ছেড়ে যাইনি পালিয়ে। আমরা বিশ্বাস রাখি-

দুর্য্যোগ রাতি পোহায়ে আবার
প্রভাত আসিবে ফিরে'।[৯]

মুসলিম জীবনাদর্শ' বইয়ে তিনি ইসলামের সেই গৌরবময় ইতিহাসের নিখুঁত চিত্র তাঁর স্বভাবসুলভ রচনাভঙ্গীর মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন। 'অধঃপতনের অতল তলে' পুস্তিকায় তিনি এককালের অর্ধ জাহানের শাসক গৌরবধন্য মুসলিম জাতির চরম অধঃপতনের নিদারুন কারণ অত্যন্ত মর্ম-কাতর মন নিয়ে বর্ণনা করেছেন। পীরবাদের বিরুদ্ধে তাঁর চ্যালেঞ্জ হ'ল 'পীরতন্ত্রের আজবলীলা'। এই বইয়ে তিনি পীরতন্ত্রের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করেছেন। আর বাউল-ফকীরদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন 'সাধু সাবধান' বইয়ে। এতদ্ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হ'লঃ কাট হুজ্জতির জওয়াব, গিরাওয়ালা ব্যাঙ্ক, মৌলুদ শরীফ, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী, মুজতবা বচনামৃত, প্রিয় নবীর প্রিয় কথা, গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান প্রভৃতি।

বাগ্মী বর্ধমানীঃ

লেখনী প্রতিভার পাশাপাশি বাগ্মীতায়ও তিনি ছিলেন অনন্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জালসায় বক্তৃতা করে তিনি সুনাম কুড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বক্তৃতা ছিল শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে, পীর-মুরীদির বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ভারতীয় সাম্প্রদায়িক হিন্দু শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কেননা তিনি ছোটবেলা থেকেই মুসলমানদের উপর ভারতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের নির্যাতন-নিষ্পেষণ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেন। বেছে নেন লেখনী ও বক্তৃতাকে। তীব্র প্রতিবাদ জানান হিন্দুত্ববাদের। প্রতিবাদ জানান মুসলমানদের উপর নির্যাতনের-নিষ্পেষণের। তাঁর ওজস্বী ভাষণে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হ'ত। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'তেন মুসলমানগণ।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক সভায় জীবনের প্রথম বক্তৃতার পর ঐ সভা থেকেই তিনি ৫টি দাওয়াত পান।[১০] তাঁর যৌবন কালের বৃহৎ সভা মুর্শিদাবাদের ভাবতা ইসলামী সম্মেলন। হাজী আব্দুল আযীয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে সৈয়দ বদরুদ্দোজা উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের তাঁর অগ্নিঝরা ভাষণে সমবেত জনমণ্ডলী অভিভূত হয়েছিল। তিনি সেদিন বক্তৃতায় সৈয়দ বদরুদ্দোজাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দৈহিক গঠনে খাট মাওলানা বর্ধমানীকে ভালভাবে দেখতে না পেয়ে সমবেত শ্রোতামণ্ডলী হৈ চৈ শুরু করলে তাঁকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১১]

অতঃপর ৪৩ বৎসরের পরিণত বয়সে বাংলাদেশে আগমনের পরেও তিনি সমান ভাবেই লেখনী ও বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন ইসলামী জালসায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তব্য শ্রবণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মুসলমানগণ সমবেত হ'তেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে অনেক ঘোলাটে পরিবেশও মুহূর্তে শান্ত হয়ে যেত।

সম্ভবতঃ ১৯৮২ সাল হবে। রাজশাহী যেলাধীন বানেশ্বর কলেজ মাঠে হানাফী-আহলেহাদীছ মিলিত ভাবে বিরাট ইসলামী সম্মেলন। বক্তা ছিলেন মাওলানা দেলোয়ার

৮. সত্যের আলো (কলিকাতাঃ পার্ল হোয়াইট প্রেস ১ম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬৪ বাংলা), পৃঃ ২৯-৩০।
৯. ঐ, পৃঃ ৩২-৩৪।

১০. তথ্যঃ মরহুমের নাতি মীর মুহাম্মাদ আবু নাছের (২১), এম,এস-সি, ১ম বর্ষ, দিনাজপুর।
১১. তথ্যঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, নাড়াবাড়ী, দিনাজপুর, তাং ২৩.০৩.০১।

http://islaminonesite.wordpress.com

হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী প্রমুখ। উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম। সম্মেলনে হানাফীরা গোলমাল করতে উদ্যত হ'লে মাওলানা মুসলিম ঘোষণা করেন যে, এখানে শিরক-বিদ'আত নিয়ে কোন আলোচনা হবে না। কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বক্তব্য হবে। তখন রাজশাহী মেডিকেলের উত্তর পার্শ্বের জনৈক হানাফী বক্তা দাঁড়িয়ে বলতে লাগল যে, কবরে চাদর দেওয়া যাবে না কেন? তাহ'লে মদীনায় রাসূলের কবরে চাদর কেন? মাওলানা মুসলিম তখন তাকে ঠেলে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে মাওলানা বর্ধমানী এসে বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর মনমুগ্ধকর, জ্ঞানপূর্ণ ও চমৎকার ভাষণে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে ওঠে।[১২]

বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণঃ

শিরক-বিদ'আত ও পীর-ফকীরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মাওলানা বর্ধমানী উভয় বঙ্গে অসংখ্য বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রামাণ্য উপস্থাপনাই তাঁকে বিজয়ের মাল্য পরিয়ে দিত। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ পর্বে তাঁর জীবনের দু'একটি বাহাছ উপহার দেওয়া হ'ল-

(১) মুর্শিদাবাদের গোরাবাজারে অল্প বয়সেই তিনি এক বাহাছে অংশগ্রহণ করেন। আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মধ্যে বাহাছ। বিরাট আয়োজন। আহলেহাদীছদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী। হানাফীদের পক্ষে মাওলানা মুহাম্মাদ মঙ্গলকোটি। পাল্‌কীতে করে মাওলানা মঙ্গলকোটিকে আনা হ'ল। অতঃপর জনৈক খোদাবখ্‌শ-এর নেতৃত্বে যখন পালকী হানাফী আলেমদের তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পালকী কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? সাথীরা জানালেন আমাদের হানাফী তাঁবুতে। তৎক্ষনাৎ তিনি বলে উঠলেন, আমি তো আবদুল আযীয রহীমাবাদীর তাবুতে যাব। তাঁর এই মোড় পরিবর্তনের দৃশ্য দেখে সেদিন অনেকেই আহলেহাদীছ হয়ে যান।[১৩]

(২) কুষ্টিয়ার হাড়াভাঙ্গায় বাউল ফকীরদের সাথে এক বাহাছে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাউলরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লে মাওলানা বর্ধমানী ও মাওলানা ইমরান আলী (কুষ্টিয়া) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। বাউল ফকীররা পোড়াদহ ও ভারত থেকে তাদের ওস্তায ও জনবল সংগ্রহ করে। যথারীতি নির্ধারিত তারিখে বাহাছের আয়োজন করা হয়। লোক সমাগমও হয়েছে যথেষ্ট। সরকারী কর্মকর্তারাও ছিলেন। প্রথমে মাওলানা ইমরান আলী বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর মাওলানা বর্ধমানী। বাউলদের পক্ষ থেকেও বক্তব্য রাখা হ'ল। এক পর্যায়ে ভারত থেকে আগত জনৈক বাউল বলে বসল যে, 'আসমান-যমীনের সকল জ্ঞান আমার নিকট আছে'। এই বক্তব্য শ্রবণে উপস্থিত সকলে বাউলদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মাওলানা বর্ধমানী উক্ত বাউলকে বসিয়ে অত্যন্ত ধীরচিত্তে প্রশ্ন করলেন, 'আত্তাহিইয়াতু' পড়া শিখেছেন?' অতঃপর বললেন, আপনি আসমান-যমীনের সবকিছু অবগত আছেন। নিশ্চয়ই নিজের সাড়ে তিনহাত বডি সম্পর্কে সর্বাগ্রে অবগত আছেন। তবে বলুন দেখি আপনার পায়ুদেশের চতুষ্পার্শ্বে কতটি লোম আছে? এই অভিনব প্রশ্নে বাউল বোকা বনে গেল। মাওলানা বর্ধমানী রেগে গিয়ে বললেন, উত্তর সঠিক দিতে না পারলে আপনাকে ছাড়া হবে না। এদিকে যুবকরাও তৈরি প্রায়। অবস্থা বেগতিক দেখে বাউল বর্ধমানীর হাত ধরে ক্ষমা চাইল। অতঃপর মাওলানা বর্ধমানী তাদেরকে ধর্মের নামে অন্ধ গলি থেকে বেরিয়ে সঠিক দ্বীনের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।[১৪]

উল্লেখ্য যে, ঐ বাহাছেই মাওলানা ইমরান আলী কর্তৃক বেশ কয়েকজন বাউলের কেশ কর্তন করা হয়েছিল।[১৫]

(৩) ১৯৬৯ সাল। রাজশাহী যেলার চারঘাট থানাধীন গোপালপুর গ্রামে এক ইসলামী জালসার প্রধান বক্তা মাওলানা বর্ধমানী। হানাফী-আহলেহাদীছ সম্মিলিত সভা। হানাফী বক্তা ছিলেন সাতক্ষীরার বিখ্যাত পীর মাওলানা মুইযযুদ্দীন হামীদী, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ ও মাওলানা ইমারত হোসাইন। আহলেহাদীছদের মধ্যে মাওলানা বর্ধমানীর সাথে ছিলেন মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ও মাওলানা আবুবকর প্রমুখ। সভাপতি ছিলেন মাওলানা মাযহারুল ইসলাম চিশতী। এদিকে এলাকাবাসী মীলাদ প্রসঙ্গে বাহাছ হবে বলে প্রচারণা চালিয়েছিল ব্যাপকভাবে। ফলে লোক সমাগমও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু মাওলানা বর্ধমানী জানতেন না বাহাছের কথা। নন্দনগাছী ষ্টেশনে নেমেই প্রথম জানতে পারেন। তাঁকে নেওয়ার জন্য পূর্ব থেকে ষ্টেশনে যানবাহন থাকার কথা থাকলেও তিনি নেমে কিছুই পেলেন না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন হানাফী আলেমদেরকে নিয়ে গাড়ীর বহর ইতিমধ্যে চলে গেছে। অতঃপর জনৈক পরিচিতজন সাইকেলে করে তাঁকে সভাস্থলে পৌঁছে দেন।

সভাস্থলে পৌঁছলে বিরোধীরা তাঁকে দেখে পরস্পর কানকথা শুরু করল। অতঃপর যখন তিনি ওযূ করছিলেন, ডান পা কেবল ধৌত করেছেন, বাম পা এখনো বাকী, ঠিক তখনই পরিকল্পিতভাবে বক্তৃতার জন্য মঞ্চে বর্ধমানীর নাম ঘোষণা করা হ'ল। আর অমনি বাম পা না ধুয়েই তিনি মঞ্চে হাযির হ'লেন। বক্তব্যের শুরুতেই বললেন, 'এইমাত্র পৌঁছলাম। ওযূ করছিলাম। ডান পাটা ধুয়েছি। বাম পা এখনো বাকী। ওটা না হয় বক্তব্য সেরেই ধু'ব।' অতঃপর তিনি আধ ঘন্টা বক্তব্য রাখলেন। অন্যান্য হানাফী আলেমরাও বক্তব্য রেখেছেন। মাওলানা মুইযযুদ্দীন হামীদী দীর্ঘ সময় বক্তব্যের পর জনগণের প্রশ্ন ও আবেদনের প্রেক্ষিতে মীলাদ

১২. *তথ্যঃ প্রাগুক্ত।*

১৩. *তথ্যঃ প্রাগুক্ত।*

১৪. *তথ্যঃ প্রাগুক্ত।*

১৫. তথ্যঃ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, ভায়ালক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রসঙ্গে বলেন যে, 'মীলাদ ভাল কাজ। আপনারা মীলাদ করতে চান করবেন। তবে মসজিদে নয়, বাইরে করবেন।' তাঁর এই বক্তৃতা শুনে মাওলানা বর্ধমানী কিছু বলার জন্য মাইক চাইলে সভাপতি মাইক দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু শ্রোতাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি মাইক দিতে বাধ্য হন। মাইক হাতে বর্ধমানী অত্যন্ত নির্ভীক ভাবে বললেন, 'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা মুইযযুদ্দীন হামীদী মীলাদকে ভাল কাজ বলেছেন, কিন্তু মসজিদে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মীলাদকে মসজিদের ভিতর থেকে বের করে বারান্দায় রেখে দিয়েছেন। এক্ষণে বারান্দা থেকে ঝাড়ু দিয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপের দায়িত্বটা কি মাওলানা বর্ধমানীর? ঠিক আছে চলুন আমরা সকলে মীলাদকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করি।' তিনি সমবেত বিশাল জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মসজিদে কি ছালাত, যিকর, কুরআন তেলাওয়াত করা যায়?' সমস্বরে উত্তর আসল, করা যায়। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মসজিদে হুকা-বিড়ি খাওয়া যায় কি?' উত্তর আসল, না। অতঃপর তিনি বললেন, 'এবার নিজেরাই বিচার করুন মীলাদটা 'হুকা' মার্কা হ'ল কি-না? আপনারা এই 'হুকা' মার্কা মীলাদ থেকে বিরত থাকুন'।[১৬]

(৪) ১৯৭৪-৭৫ সালের ঘটনা। দিনাজপুর ষ্টেশন হানাফী মসজিদের ইমাম মাওলানা মুবাশ্বের হোসাইন রাশেদী (নোয়াখালী) প্রশ্ন আকারে চটি বই বের করলে মাওলানা বর্ধমানী তার লিখিত জওয়াব দেন। অতঃপর মাওলানা মুবাশ্বের পুনরায় লিখেন। মাওলানা বর্ধমানীও লিখেন। প্রায় দুই বছরাধিককাল ব্যাপী উভয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর আকারে এই লিখিত বাহাছ চলতে থাকে। অবশেষে মাওলানা বর্ধমানীর ক্ষুরধার লেখনীর কাছে মাওলানা রাশেদী পরাজয় বরণ করেন।[১৭]

মারকায সফরে বর্ধমানীঃ

১৯৯৮ সালের মার্চ-এপ্রিল হবে। প্যারালাইসিস থেকে উঠে অর্ধসুস্থ অবস্থায় নাটোর শাখারী পাড়া ফাযিল মাদরাসায় সভা করে রাজশাহী হয়ে ফ্লাইটে ঢাকা যাবেন। কিন্তু বিমান চার ঘন্টা লেইট। তাই রিকশাযোগে পুনরায় ফিরে যাচ্ছেন শহরে। পথিমধ্যে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয ইউনুস-এর আমন্ত্রণে মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী মারকাযে যাত্রা বিরতি করেন। এ সময় মারকাযে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রশিক্ষণ চলছিল। তিনি মাদরাসার পূর্বপার্শ্বের অফিস কক্ষে বসেন। 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের কণ্ঠে আন্দোলনের জাগরণী শুনে তিনি অভিভূত হন। এ সময় শফীকুল ইসলাম তাঁকে তিনটি ক্যাসেট উপহার দেন। সাতক্ষীরার তরুণ বক্তা মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম-এর কণ্ঠে তাঁর বক্তৃতার হুবহু নকল শুনে তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, 'নকলটাতো বেশ করেছেন, অনুশীলন দরকার'। আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ও তরুণ বক্তা সাতক্ষীরার মাওলানা আবদুল মান্নান ও উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে নওদাপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা বদীউযযামান 'ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ'-র মধ্যে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার বরাতে উল্লেখিত হাদীছ '... রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরে মুছল্লীদের দিকে ঘুরে বসলেন ও হাত উঠালেন এবং দো'আ করলেন' এই এবারত প্রমাণ করানোর জন্য মূল কিতাব মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও ফাতাওয়ায়ে নাযীরিইয়াহ একত্রে তাঁর নিকটে পেশ করেন। উদ্ধৃত অংশ পাঠান্তে তিনি দেখেন যে, মূল কিতাবে 'হাত তুললেন ও দো'আ করলেন' কথাটি নেই। তখন তিনি বললেন, 'আমার নিকট মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা না থাকাতে এতদিন তাহকীক হয়নি। এখন থেকে বিষয়টি নিয়ে তাহকীক করব।' অতঃপর মারকাযে উপস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানের টেলিফোনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও কুশল বিনিময় করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে তিনি মারকাযের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'যা শুনেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী দেখলাম। সমাজে কাজ চাই, কাজের লোকের খুব অভাব। কাজ করলে সমাজ তাকে একদিন স্বীকৃতি দিবেই।'

অতঃপর মারকায মসজিদে যোহরের ছালাত অন্তে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আবেগময় ভাষণে তিনি এক পর্যায়ে বলেন, 'আপনাদের মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (রহঃ)-ই আমাকে প্রথমে 'বক্তা' হিসাবে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান ও পরিচিত করান। তিনি এ দেশে জামা'আতে আহলেহাদীছের নয়নমণি ছিলেন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও বহু মসজিদ-মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আজ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আহলেহাদীছ আন্দোলনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও সারা দেশে বহু মসজিদ-মাদরাসা-ইয়াতীমখানা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ নওদাপাড়ায় যে মারকায প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে'। এদিন 'আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠী-র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের গাওয়া জাগরণী 'হাদীছ ভেবে ভুল করে.....পরকালে শূন্য পেলাম' উপস্থিত সকলের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বাসায় দুপুরের দাওয়াত কবুল করেন। এ সময় তিনি **'আত-তাহরীকে'** লেখা পাঠাবেন বলে স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর বই থেকে 'তাহরীকে' প্রকাশের জন্য লিখিত অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাঁকে

১৬. তথ্যঃ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, রাজশাহী।
১৭. *তথ্যঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, লালগোলা, দিনাজপুর।*

http://islaminonesite.wordpress.com

বিমান বন্দর পৌঁছে দেওয়া হয়।[১৮]

শেষ জীবনঃ

১৯৮৬ সাল থেকে বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা বর্ধমানী ১৯৯৭ সালে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। এ সময়ে তিনি দিনাজপুরের পাটুয়াপাড়াস্থ নিজস্ব বাসভবনে অবস্থান করেন। অতঃপর কিছুটা সুস্থতা ফিরে আসলে পুনরায় ঢাকায় ফিরে যান এবং যথারীতি খত্বীবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। মাঝে মাঝে তাঁর স্মৃতিবিভ্রাট ঘটত। কখনো কখনো কিছুই মনে পড়ত না। আবার খানিক পর সবকিছুই মনে পড়ত।

অসুস্থ হ'লেও তিনি নিজেকে খুৎবা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ মনে করতেন। ২০০০ সালে এসে মাওলানা যিল্লুল বাছেতকে বংশাল জামে মসজিদের খত্বীব নিয়োগ করায় তিনি খুব মর্মাহত হন।[১৯] তিনি দিনাজপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 'সরকারী ইনষ্টিটিউট ময়দানে' এ বছর জীবনের সর্বশেষ ঈদুল আযহার ইমামতি করেন।[২০]

মৃত্যুঃ

আহলেহাদীছ জামা'আতের এই খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন গত ২০শে মার্চ সন্ধ্যার পর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পুরনো ঢাকার 'ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে' ভর্তি করানো হয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় অক্সিজেনের মাধ্যমে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর পরদিন ২১শে মার্চ বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টায় অক্সিজেন দেওয়া অবস্থায়ই তিনি হাসপাতালের বেডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জানাযা ও দাফনঃ

মৃত্যুর পরদিন ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ যোহর ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ঐদিন রাতেই দিনাজপুর শহরের পটুয়াপাড়াস্থ তাঁর নিজ বাসভবনে লাশ পৌঁছানো হয়। পরদিন ২৩শে মার্চ শুক্রবার বেলা ২-১৫ মিনিটে স্থানীয় লালবাগ ঈদগাহ ময়দানে তাঁর শেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আতীকুর রহমান (৩০) জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। জানাযায় প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মুছল্লী শরীক হন। অতঃপর ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সন্তান-সন্ততিঃ

মাওলানা বর্ধমানী তিন পুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। তাঁর বড় ছেলে মতীউর রহমান (৪৪) ও মেজ ছেলে আতাউর রহমান (৩৫) দিনাজপুর শহরের নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছোট ছেলে হাফেয আতীকুর রহমান (৩০) পিতার মতই একজন ইসলামী বক্তা। তিনি লালবাগ ২নং জামে মসজিদের খত্বীব।[২১] তাঁর চার কন্যার সকলেই বিবাহিতা। ৩য় জামাতা মাওলানা আব্দুল গাফফার (৫২) লালপুর, নাটোরের বাসিন্দা। তিনি বিলমারিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক।

উপসংহারঃ

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেই সাথে দেশের তিন তিনজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমের অসুস্থতার সংবাদও গত সংখ্যা **আত-তাহরীকে** প্রকাশিত হয়েছে। এ যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়ার'ই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে আমরা হারিয়েছি মুসলিম বিশ্বের ইলমী জগতের অন্যতম সেরা মনীষী শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীনের মত বিশ্ব ব্যক্তিত্বগণকে। তাঁদের সংগ্রামী জীবন আমাদেরকে প্রেরণা যোগাবে। উজ্জীবিত করবে যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে গড়ে উঠতে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন!- আমীন!!

[আমরা মরহুমীনের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং অসুস্থ আলেমদের দ্রুত রোগমুক্তির জন্য দো'আ করছি। -সম্পাদক]

১৮. *তথ্যঃ মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা, তাং ০১.০৪.০১ইং।*
১৯. *তথ্যঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, নাড়াবাড়ি, দিনাজপুর।*
২০. *তথ্যঃ ইদরীস আলী, লালগোলা, দিনাজপুর।*
২১. *আজকের প্রতিভা, পৃঃ ৪।*

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

সঊদী আরবে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মাদ ইকবাল কায়লানী ছাহেবের উর্দুভাষায় রচিত 'তাফহীমুস সুন্নাহ' সিরিজের ৪র্থ নম্বর 'কিতাবুছ ছালাত' অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ছালাতের নিয়মনীতি সম্পর্কীয় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বহু প্রতীক্ষার পর বের হয়েছে-

নামাযের মাসায়েল

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী, মানামা, বাহরাইন

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুনঃ

MAKTABA BAITUSSALAM
37

KING ARIA

http://islaminonesite.wordpress.com